বাংলায় জাঁ পাল সার্ত্র্ ঃ জীবন, সাহিত্য ও দর্শন চর্চাপঞ্জি

অশোককুমার রায়

সার্ত্রের জীবিতকালেই তাঁর সাহিত্যকর্ম, জীবন ও দর্শন নিয়ে ফরাসী ও ইংরেজি ভাষায় অনেকগুলি গ্রন্থ রচিত হলেও ৰিব্যাপী সার্ত্রের পাঠক তৈরি হতে তথা সাহিত্যের পণ্ডিতদের কলমে সার্ত্র্ - সাহিত্যের মূল্যায়ণ হতে বেশ - কিছুটা সময় লাগে। বাংলা ভাষায় সার্ত্রের রচনা অনুবাদ ও তাঁর জীবন দর্শন নিয়ে আলোচনা ইত্যাদি প্রথম প্রকাশিত হয় পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে।

বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে সার্ত্র্, নামের বানান ও উচচারণ নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে। জাঁ - পল সার্ত্র্, জ্যাঁ - পোল সার্ত্রে, জাঁ পল সার্তর, সার্তে প্রভৃতি নানা বানানে যে যার মতো লেখেন। জাঁ - পল সার্ত্রই অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ বানান কারণ ফরা সি ও ইংরেজরা তাঁকেঐভাবেই উচচারণ করে, অর্থাৎ শেষের re অনুচচারিত থাকে। তবে ফরাসিরা সার্ত বলতে গিয়ে 'স ার্' উচচারণের পর গলার ভিতর 'খ'-র মতো খর্ খর্ শ্লেষ্মাসুলভ আওয়াজ করে 'ত্' আলতো করে উচচারণ করে।

অতি আধুনিক দর্শন সাহিত্যের সবচেয়ে উজ্জলতম নামটি হল জাঁ পল সাত্র্। একাধারে ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও দ ার্শনিক হিসাবে তিনি ৰিসংস্কৃতিতে এক অভিনব জ্যোতিষ্ক রূপে দেখা দিয়েছিলেন। তবে যে দার্শনিক পটভূমিকার মধ্যে তাঁর উদ্ভব, সে পটভূমিকা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা না থাকলে তাঁর দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে সুষ্ঠু ধারণা সম্ভবপর নয়। অতি প্র াচীনকাল থেকেই দর্শন শাস্ত্রে স্বতঃসিদ্ধের মতো মানুখের জীবনে বুদ্ধিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বুদ্ধির দৌলতে মানুষ যে জ্ঞান লাভ করে, দর্শনশাস্ত্রে সে জ্ঞানকেই মহোত্তম জ্ঞান বলে গণ্য করা হয়েছে। সে বুদ্ধির আলোকে মানুষ যখন অ াত্মবিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয় --- তখন সে তার প্রকৃত সত্ত্বা খুঁজে পায়,তার সারের (Essence) মাঝে। মানব জীবনের সংজ্ঞা নির্দেশকালে সুবিখ্যাত তত্ত্বজ্ঞানী অ্যারিস্টটলের মতো সার্ত্রে, বলেছেন, --- মানুষ যুক্তি শক্তির অধিকারী একটা জীবন (Man is a rational animal)। এতে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে সার্ত্রে মানব জীবনের বিশেষত্ব হিসেবে এ্যারিস্টটলের মতো যুক্তি বা তার মূলাধার বুদ্ধিকে গ্রহণকরেছেন। অস্তিত্ববাদের এ সাধারণ আলোচনায় তার মধ্যে সার্ত্রের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁর প্রায় সব রচনায় কম - বেশি প্রতিফলিত হয়েছে দেখা যায়। সার্ত্র্ তাঁর মতবাদ - এর বিকাশে হাইডেগ ারের অনুসরণ করেছেন। সার্ত্র্ ছিলেন একাধারের নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। তবে সর্বত্রই তিনি তাঁর পূর্বসূরী হাইডেগ ারের ধারার অনুসরণ করে নাস্তিক্যবাদ প্রচার করেছেন। তিনি অস্তিত্ববাদের অপর ধারার অনুসারী কিয়ের্কেগার্দ বা গ্য াব্রিয়েল মার্সেলের মতো ভগবানের অস্তিত্বে ৰিাসী ছিলেন না। এক্ষেত্রে তিনি সুপ্রসিদ্ধ জার্মান দার্শনিকনীৎশের কাছে ঋণী। তাঁর কাছ থেকেই তিনি তাঁর বিখ্যাত ফর্মূলা ভগবান মৃত (God is dead) গ্রহণ করেছিলেন। নীৎশের মতোই তিনিও ছিলেন বুদ্ধিবাদ বিরোধী।

১৯০৫ সালের ২১ শে জুন প্যারিসে ভূমিষ্ঠ হন জাঁ পল সার্ত্র, তাঁর মা - এ্যান - ম্যারি শোয়াইটজার ছিলেন ডঃ আলব ার্ট শোয়াইটজারের জ্ঞাতি বোন। ১৯১৬ সালে এ্যান ম্যারি সার্ত্রে জীবনের প্রথম দশ বছর কাটে তাঁর মাতামহ মোশিয়ে শার্ল শোয়াইটজারের তত্ত্বাবধানে। বাবার মৃত্যু সম্পর্কে কোন দুঃখবোধ ছিল না সার্ত্রের। আত্মজীবনী 'ওয়ার্ডস্'- এ তিনি লিখেছেন, পিতার মৃত্যু তার কাছে ছিলো আশীর্বাদের মতো, জীবনে স্বাধীন হবার প্রথম সুযোগ আসে সেখান থেকেই। নিজেকে 'আধা - জারজ' বলেও ব্যঙ্গ করেছেন তিনি। উচচ মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্মেছিলেন সার্ত্র্, কিন্তু আমৃত্যু এই শ্রেণীর মূল্যবোধকে তিরস্কার করেছেন তিনি। তাঁর বস্তুবাদী দর্শন পৃথিবীর সাধারণ মানুষকে নির্যাতনের ও অসাম্যের বিদ্ধে খে দাঁড়াবার প্রেরণা যোগাবে বলে আশা করেছিলেন সার্ত্র্, কিন্তু তাঁর দর্শনের আলো সমাজের এক শ্রেণীর ম

ানুষকে উদ্বুদ্ধ করলেও আপামর জনতাকে স্পর্শ করতে পারেনি, বরং তিনি যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে ঘৃণা ও তিরস্কার করেছেন তাদের উপরেই তাঁর দর্শনের প্রভাব সর্বাধিক।

শৈশবে লুকিয়ে ও প্রকাশ্যে তাঁর মাতামহের বিশাল গ্রন্থাগারের যাবতীয় বই পড়ে শেষ করেছিলেন সার্ত্র্। সারাদিন বই নিয়ে থাকতেন তিনি। বড় বড় উঁচু চিন্তার বইগুলোও লুকিয়ে পড়তে হয়েছে।

ফরাসি বুদ্ধিজীবীদের সুতিকাগার 'ইকোলে রম্যাল সুপেরিয়ার'এ ভর্তি হন সার্ত্র্ ১৯২৫ - এ এবং সেখান থেকে ১৯২৯ - এ ডিগ্রী লাভ করেন। সে সময়ে তাঁর সহপাঠী ছিলেন কম্যুনিষ্ট - সাংবাদিক পল নিজান, সাহিত্যিক মরিস মার্লোপন্টি, রেমণ্ড এরোন এবংসিমন দ্য বুভ্যোয়াঁ। তখনই সিমন দ্য বুভ্যোয়াঁর সঙ্গে তিনি অলিখিত চুক্তিবদ্ধ হন আমৃত্যু একত্রে স্বামীর - স্ত্রীর মতো বসবাস করার। তাঁরা আইনত বিয়ে করেননি, যৌন সঙ্গম করেছেন, তাঁদের কোন সন্তান ছিল না। প্রচলিত মূল্যবোধের বিদ্ধ এটা তাঁর প্রথম বিদ্রোহ। ১৯৬৫ সালে সার্ত্র্, আর্লেৎ নামে একটি মেয়েকে লালন পালনের জন্য গ্রহণ করেন।

১৯২৯ - এর অক্টোবর থেকে ১৯৩১ - এর জানুয়ারি পর্যন্ত সার্ত্র্ সেনাবাহিনীর আবহাওয়া বিভাগে চাকুরি করেন টে ারস - এ। এরপর দু বছর তিনি লা হাভর্ - এ শিক্ষকতা করেন। ১৯৩৩-৩৪ শিক্ষা বছরে তিনি অধ্যাপনা করেন বা র্লিনের একটি ফরাসি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। মাতৃভাষার মতোই চমৎকার জার্মান জানতেন তিনি। বার্লিনে অবস্থানকালে তিনি হেগেলের - এক মৌলিক গ্রন্থাবলী পড়ার সুযোগ পান। সেই সঙ্গে হুসার্ল- এর ফেনোমেনোলজি দ্বারাও হন প্রভাবিত। এইসব দর্শনের সমন্বয়ে তিনি তাঁর নিজস্ব দর্শন সৃষ্টির প্রয়াস পান। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও দায়িত্বের প্র তাঁকে বিশেষভাবে অ ালোড়িত করে। সার্ত্রের প্রথম দার্শনিক গ্রন্থ 'ইমাজিনেশন' প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ -এ, তার পর পরই বেরোয় 'স্কেচ অফ এ থিওরি অব দ্য ইমোশনস' (১৯৩৯) এবং দ্য সাইকোলজি অব ইমাজিনেশন (১৯৪০)। এই গ্রন্থত্রয় সার্ত্রেকে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের সারিতে তুলে নিয়ে আসে।

১৯৩৯ সালে দ্বিযুদ্ধ শু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সার্ত্র্ তাঁর এক চোখ নিয়েই সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ১৯৪০ -এ তিনি জ র্মানদের হাতে বন্দী হন এবং পরের বছর ছাড়া পান। যুদ্ধশেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি প্রকাশ্যে শিক্ষাকতা করেন আর গোপনে প্রতিরোধ সংগ্রামে লিপ্ত থাকেন। প্যারিস জার্মানদের দখল থেকে মুক্ত হওয়ার পর তিনি অধ্যাপনা ছেড়ে লেখাকেই একম াত্র পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন।

শুধু দর্শন - সাহিত্য নয় যুদ্ধের সময় তাঁর হাত থেকে বেরিয়ে আসে কয়েকটি অসামান্য সৃজনশীল রচনাও, তার মধ্যে প্রধ ানউপন্যাস 'নসিয়া' (১৯৩৮) এবং নাটক 'দ্য ফ্লাইজ (১৯৪২)। 'নাসিয়া' একটি ডায়েরি জাতীয় উপাখ্যান, এর নায়ক যেন দার্শনিক সার্ত্র নিজেই। তাই এই উপন্যাসের নায়ক রোকেনটিনের মতো সার্ত্র্ও মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন শিল্পচর্চায়, কিন্তু তাতে তাঁর মুক্তি আসেনি বরং তিনি কর্মবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করেন। যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর সবগুলোনাটকেই তিনি তাঁর রাজনৈদিক ও দর্শনিক তত্ত্ব প্রচার করেছেন। 'দ্য ফ্ল্যাইজ' (১৯৪৩), 'নো এক্সিট' (১৯৪৪), 'ডার্টি হ্যান্ডস্' (১৯৪৮), 'লুসিফার অ্যান্ড দ্য লর্ড' (১৯৫১), নেকারাসভ (১৯৫৬), লুজার ইউনস (১৯৬০) প্রভৃতি এ জাতীয় নাট্যকর্ম।

'নাসিয়া'র পরে সার্ত্র্ 'রোডস টু ফ্রিডোম' নামে চারখণ্ডের একটি উপন্যাস সিরিজের মাধ্যমে তাঁর দার্শনিক মতবাদ প্রচ ারের সিদ্ধান্ত নেন। নানা প্রকরণে প্রণীত এই উপন্যাসগুলোয় তিনি বিভিন্ন মানুষের মুক্তির বিভিন্ন পথ চিত্রিত করেছেন। প্রথম খণ্ড দি এজ অব দ্য রিজন (১৯৪৭) একটি বাস্তবধর্মী প্রামাণ্য উপন্যাস। এর কেন্দ্রে রয়েছে ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর সংঘটিত বিখ্যাত 'মিউনিক সংকট'; তৃতীয় খণ্ড 'আয়রণ ইন দ্য সোল' (১৯৫০) - এর নায়কও ম্যাথু। ১৯৪০ সাল। ফ্র ান্সের পতনের সময় পর্যন্ত এর কাহিনী বিস্তৃত।

নাটক উপন্যাস ছাড়া তাঁর অন্যান্য রচনার পরিমাণও খুব সামান্য নয়। সাহিত্যের উদ্দেশ এবং সমাজে লেখকের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর অসামান্য গ্রন্থ 'হোয়াই ইজ লিটারেচার?' (১৯৫০)। তাঁর লা টেম্প মডার্ণস্ -এ প্রকাশিত রাজনৈতিক ও সামাজিক রচনাবলীর নয় খণ্ড সংগ্রহ বেরোয় 'সিচুয়েশন' নামে। এতে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত লেখা সমূহ ধারণা কর া হয়েছে। সমালোচনামূলক গ্রন্থ' বোদলেয়ার' প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ - এ। সাঁ জেনে ঃ এক্টর অ্যান্ড মার্টার প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালে। আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'ওয়ার্ডস্' - এ বই এর জন্যে তাঁকে ১৯৬৪ সালে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

কিন্তু তিনি এই বুর্জোয়া সম্মান প্রত্যাখ্যান করেন। আত্মজীবনীমূলক দ্য প্রাইম অব লাইফ (১৯৬২) গ্রন্থে সার্ত্রের ছাত্রাবস্থা থেকে মধ্য পঞ্চাশ পর্যন্ত জীবনের নানা ঘটনা বিধৃত হয়েছে তাঁর সঙ্গীপ্রণয়ী সিমন দ্য বুভ্যাঁর কথাসহ।

আজীবন রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন সার্ত্র, বহির্জগতের ঘটনাবলী দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এই মহান দাশনিক। তাঁর অন্যতম প্রধান দার্শনিক গ্রন্থ 'ত্রিটিক অব্য দ্য ডায়ালেকটিক্যাল রিজন' (১৯৬০) অসুস্থ শরীর নিয়েও প্রচণ্ড পরিশ্রম করে লেখা। এই গ্রন্থে যেমন তিনি মূল মার্কসবাদের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছেন ব্যক্তি স্বাধীনতাকে তেমনি চেয়েছেন মার্কসবাদের সঙ্গে তাঁর নিজের অস্তিত্ববাদের সমন্বয় ঘটাতে। তবে শেষ পর্যন্ত মানুষ সম্পর্কে এক নৈরাশ্যকর দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করেছেন সার্ত্র্ যা মার্কসবাদেরপরিপন্থী।

আলজেরিয়ায় এফ. এল. এন মুক্তি যোদ্ধাদের উপর ফরাশি সৈনিকদের পাশবিক অত্যাচারের বিদ্ধে সারা দেশেও বিদেশেপ্রতিবাদের ঝড় তোলেন সার্ত্র । এই সময়ে লেখা নাটক 'আল্টোনা' - যা তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক, তাঁর এই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়, যেখানে তিনি বলেছেন, সাহিত্য নিরপেক্ষ হতে পারে না, সাহিত্যিককে কোন না কোন পক্ষ নিতেই হবে।

স্বদেশেই হোক বা বিশ্বের যে কোন জায়গাতেই হোক, কোন স্বৈরাচারী ঘটনাই বিনা প্রতিবাদে মেনে নেননি সার্ত্র্। তাঁর সর্বশেষ মুখ্যগ্রন্থ 'ফ্লবেয়র' প্রকাশিত হয় ১৯৭১ সালে। এই গ্রন্থ তাঁকে বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমালোচক ও গবেষকরূপে প্রতিষ্ঠিতকরে। যে কোন রকম প্রাতিষ্ঠানিক সম্মানের তিনি ছিলেন বিদ্ধে। নোবেল পুরস্কারসহ ফ্রান্সের সর্বোচ্চ সাহিত্য সম্মানLegion Honneur তাঁকে দেওয়া হলেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। নিজের কোন গ্রন্থকে কোনরকম সাহিত্য - পুরস্কারের জন্য প্রতিযোগিতা করা থেকে তাঁর প্রকাশককে বিরত করতেন তিনি।

জীবনে অজস্র অর্থ উপার্জন করেছিলেন তিনি, মুঠো করে ব্যয়ও করেন তা। মাতামহের আশ্রয় ছেড়ে বেরোবার পর থেকে সার্ত্র্ আমৃত্যু কাটিয়েছেন হোটেল - রেস্তোরায়। কোথাও কোন ঘরবাড়ি কেনেননি, স্থায়ীভাবে কোথাও থাকতেন না। লিখতেন হোটেলে বসে ও ভ্রাম্যমাণ অবস্থায়।

সার্ত্র ও অস্তিত্ববাদ প্রায় সমোচ্চারিত দুটি শব্দ, যদিও তিনি এই দর্শনের জনক নন, তবু অস্তিত্ববাদ তাঁর দ্বারাই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং তিনি হয়ে ওঠেন এই দর্শনের প্রতিভূ - পুষ। ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত হয় সার্ত্রের অবিস্মরণীয় কীর্তি 'বিইং এ্যণ্ড নাথিংনেস' --- যা অস্তিত্ববাদের 'বাইবেল' বলে খ্যাত। দর্শনের উপর তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো, ইন্ট্রোডাকসন টু মেটাফিজিক্স (১৯৫৩), হোয়াই ইজ মেটাফিজিক্স (১৯৪৯), আইডেনটিটি এণ্ড ডিফারেন্স (১৯৫৭), হোয়াই ইজ ফিলজফি (১৯৫৬) ইত্যাদি।

১৯৮০ সালের ১৫ই এপ্রিল মধ্যরাতে প্যারিসের ব্রজেঁ হাসপাতালে জাঁ পল সার্ত্র অস্তিত্ব পরিহার করে শূন্যতায় বিলীন হন; যদিও তাঁর মৃত্যু সেদিন শুধু ফ্র্যান্সের নয় সারা পৃথিবীবাসীর কাছে ছিল অচিন্তনীয়। যদিও শেষ জীবনে বহুদিন হয়েছিলেন দৃষ্টিশক্তিহীনতার শিকার এবং ছিলেন প্রায় শয্যাশায়ী। শেষ ছয় মাসে মাঝে মাঝেই অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ও এক সপ্তাহের মধ্যেসুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। কিন্তু ১৯৮০ -র ২০শে মার্চ হঠাৎই যখন বেশিরকম অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন তখনো তাঁর বন্ধু ওঅনুরাগীরা কেউ ভাবেননি যে এবারেই তাঁর শেষ হাসপাতালে আসা। আগে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হলেই কতৃপক্ষ তাঁর স্বাস্থ্যের উপর বিশেষ বুলেটিন প্রকাশ করতো, কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর নির্দেশে বুলেটিন প্রচার বন্ধ করা হয়। কারণ তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, মানুষ তার জীবনের চরম সংকটে সব সময়েই একা, না মানুষ, না ঈশ্বর, কেউ তার সাহায্যে আসে না। জীবনে যে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন সার্ত্র্, মারাও যান তেমনই সাহসের সঙ্গেই। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে ফ্রান্সের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ভালেরি জিসুকা দেঁ- স্তা বলেছিলেন, "যেহেতু আজীবন সকল সরকারী সম্মানকে অগ্রাহ্য করেছিলেন সার্ত্র্ তাই রাষ্ট্রপতি হিসেবে আমার শ্রদ্ধাজ্ঞাপন বে বেয়াদপির সামিল, তবে যুদ্ধের সময় এবং তারপরে তাঁর লেখার একজন তণ পাঠক হিসেবে তাঁর তিরোধান আমার কাছে মনে হচ্ছেযে এ- কালের মহোত্তম একটি নক্ষত্রের পতন।" এক সপ্তাহের বেশি সময়ধরে প্যারিসের মানুষ সার্ত্রের মৃত্যুতে আনুষ্ঠানিকভাবে শোক প্রকাশ করে। দক্ষিণ প্যারিসের হাসপাতাল থেকে মন্টপারনেসে কবর স্থান পর্যন্ত কয়েক কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা এই মহান দার্শনিক সাহিত্যিকের মরদেহ নিয়ে তিরিশ হাজার মানুষ মিছিল করে। ঘটনাক্রমে বোদলেয়ার - এর সমাধির পাশেই সমাহিত করা হয় সার্ত্র্কে। সমাধি ক্ষেত্রে এত জন সমাগম হয় যা অদূর অতীতে কোন ফরাসী ন

াগরিকের সমাধি দেবার সময় হয়নি। সেদিনের কথা পরের দিনের অর্থাৎ ১৭ই এপ্রিল, ১৯৮০ স্টেটসম্যান পত্রিকা থেকে জানা যায় সমগ্র প্যারিস মহানগরী যেন ভেঙ্গে পড়েছিল সমাধি ক্ষেত্রে। ঠেলাঠেলিতে সংখ্যাহীন অনুরাগী আহত হয়ে, গেল হাসপাতালে, কেউ মুর্চ্ছিত হয়ে পড়ে রইল রাস্তায় মধ্যেই; সপ্তাহব্যাপী পত্র - পত্রিকা ও টেলিভিশনে - বেতারের মুখ্য সংবাদের বিষয় হয়েছিলেন সার্ত্র্।

জীবিতকালেই নিরীশ্বরবাদী সার্ত্র্ (তাঁর ব্যক্তিস্বাধীনতার দর্শন ও সাহিত্য সৃষ্টির জন্য ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর পাঠক - সমালোচকের কলমে কখনো নিন্দিত, কখনও প্রশংসিত হন পত্র - পত্রিকা গ্রন্থে। মৃত্যুর পরই তাঁর দর্শন, ভাবনা ও রচনাবলীর প্রকৃত অর্থে মূল্যায়ন হতে শু হয় যা আজও অব্যাহত। এখানে আমরা বাংলায় 'সার্ত্র্ চর্চা'-র একটি নাতিদীর্ঘ রচনাপঞ্জি সংকলন করেছি যা সার্ত্র্ (গবেষক তথা কৌতুহলী সার্ত্র্ (পাঠকদের কাছে একান্ত জরি বিবেচিত হবে বলে মনে করি।

।। গ্রন্থে সার্ত্র্ চর্চা ।।ঃ

নোংরা হাত (নাটক) ঃ- জাঁ পল সার্ত্র্ / অনুবাদ শিবনারায়ণ রায়। নিউ গাউড, কলিকাতা (১৯৫৫)।।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা সহ পরিমার্জন এবং পুনর্মুদ্রণ সুবর্ণরেখা, কলিকাতা (২০০১)।

আধুনিক বিশ্ব নাট্য প্রতিভা (দ্রষ্টব্য জাঁ পল সার্ত্রের নাটক প্রসঙ্গ) --- জীবন বন্দ্যোপাধ্যায়। সংস্কৃতি প্রকাশন, কলিকাত, (১৯৭১)।।

জাঁ পল সার্ত্রের দর্শন ও সাহিত্য - মৃণালকান্তি ভদ্র।। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান (১৯৭৬)।।

ছায়াহীন কায়া (নাটক) --জাঁ পল সার্ত্র / অনুবাদ সৈয়দ আবুল মকসুত।। মুক্তধারা, ঢাকা - কলকাতা (১৯৭৭)।।

ভগবান মৃত্যু (নাটক) - জাঁ পল সার্ত্র / অনুবাদ শান্তনু কায়সার। গ্রুপ থিয়েটার, ঢাকা (১৯৭৮)।।

নিঃশব্দ নরকে (নাটক) ঝাঁ পল সার্ত্র / অনুবাদ?। মুক্তধারা, ঢাকা - কলিকাতা (১৯৮০)।।

সার্ত্র্ ও তাঁর শেষ সংলাপ --জাঁ পল সার্ত্র / অনুবাদ দিলীপ মালাকার।। কল্পনা প্রকাশনী, কলিকাতা (১৯৮২)।।

অন্তরঙ্গ জীবন ও সাহিত্য (জাঁ পল সার্ত্রের জীবন, সাহিত্য ও দর্শনের আলোচনা) --- শেখর বসু।। প্রমা প্রকাশনী, কলিকাতা (১৯৮৩)।।

জাঁ পল সার্ত্র - এর দার্শনিক প্রবন্ধাবলী -- অনুবাদ আলাউদ্দিন আল আজাদ।। গ্রন্থ গৃহ, ঢাকা, বাংলাদেশ।।(১৯৮০)।।

অস্তিত্ববাদ দর্শনে ও সাহিত্যে দ্রষ্টব্য জাঁ পল সার্ত্র্ প্রসঙ্গ) --- সঞ্জীব ঘোষ।। পুস্তক বিপণি, কলিকাতা (১৯৮৫)।।

ফরাসী সাহিত্য প্রসঙ্গে (দ্রষ্টব্য জাঁ পল সার্ত্রের গদ্য) --- অণ মিত্র।। প্রমা প্রকাশনী, কলিকাতা (১৯৮৬)।।

জাঁ পল সাত্র জীবন ও দর্শন-- সঞ্জীব ঘোষ।। পুস্তক বিপণি, কলিকাতা (১৯৮৭)।।

শব্দ (আত্মজীবনী) জাঁ পল সার্ত্র্ / অনুবাদ লোকনাথ ভট্টাচার্য।। সাহিত্য অকাদেমি, নিউ দিল্লী (১৯৮৮)।।

দি রেসপেক্টেবল প্রসটিটিউট ---জাঁ পল সাত্রে / অনুবাদ দিলীপকুমার মিত্র।। সাহিত্য অকাদেমি, নিউ দিল্লী (১৯৮৯)।।

লা নোজ বিবমিষা --- জাঁ পল সার্ত্র / অনুবাদ মৃণালকান্তি ভদ্র।। জিজ্ঞাসা, কলিকাতা (১৯৯০)।।

জাঁ পল সার্ত্রের গল্প --- অনুবাদ মৃণালকান্তি ভদ্র।। বিজ্ঞাপন পর্ব, কলিকাতা (১৯৯১)।।

অস্তিবাদ জাঁ পল সার্ত্রের দর্শন ও সাহিত্য --- মৃণালকান্তি ভদ্র। প্রকাশন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯২)।।

অস্তিবাদ ও মানবতাবাদ --- মৃণালকান্তি ভদ্র।। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকাশন বিভাগ, বর্ধমান (১৯৯৪)।।

আ দি বিদায় সার্ত্র -- সিমন দ্য বোভয়া / অনুবাদ? পুস্তক বিপণি কলিকাতা (১৯৮৯)।।

মেন উইদাউট স্যাডোজ --- জাঁ পল সার্ত্র্ / অনুবাদ অচিন্ত্যকুমার সাঁতরা।। এবং নৈকট্য, কলিকাতা (১৯৯৭)।।

গোলক ধাঁধা -- জাঁ পল সার্ত্র / অনুবাদ অণ বন্দ্যোপাধ্যায়।। ভূমিকা রণেশ দাশগুপ্ত। উল্বক, কলিকাতা (১৯৯৩)

ফরাসী বিপ্লবের যারা পথ কর্তা ঃ দার্শনিকদের দান (সার্ত্র্ প্রসঙ্গ) --- শিবনারায়ণ রায়।। পুস্তকা - ৩।। রেনেসাঁস ব্লক ক্লাব, বর্ধমান (১৯৯০)।।

নির্বাচিত গল্প জ্যাঁ পল সার্ত -- অনুবাদ কমল গুপ্ত।। রক্তকরবী, কলিকাতা (জানুয়ারি), ২০০২)।।

শ্রেষ্ঠ বিদেশী গল্প (দ্রষ্টব্য সার্ত্রের গল্প) অনুবাদ সংকলন --- সম্পাদনা শেখর বসু।। মডার্ণ কলাম, কলকাতা (২০০২)।।

থিয়েটারের কথা (দ্রষ্টব্য সার্ত্রের নাটক নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা) --- সম্পাদনা সন্দীপন ভট্টাচার্য।। নাট্যচিন্তা প্রকাশন বিভাগ, কলকাতা (২০০৩)।।

পত্র - পত্রিকায় সার্ত্র চর্চা ঃ

জাঁ পল সার্ত্র -- শিবনারায়ণ রায়।। দেশ, ২১ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৪ নভেম্বর, ১৯৫৩।। নোংরা হাত (Les Lain Sales নাটকের বঙ্গানুবাদ) --- জাঁ - পল সার্ত্র / অনুবাদ শিবনারায়ণ রায়।। দেষ ২১ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ২১ নভেম্বর, ১৯৫৩।। দেশ, ২১ বর্ষ, র্থ সংখ্যা ৩০ নভেম্বর, ১৯৫৩।। দেশ, ২১ বর্ষ ৯ জানুয়ারি, ১৯৫৪।। দেশ, ২১ বর্ষ, ১৬ই জানুয়ারি, ১৯৫৪।। দেশ, ২১ বর্ষ,২৩ শে জানুয়ারি, ১৯৫৪, ২১ বর্ষ ৩১ শে জানুয়ারি, ১৯৫৪।। সার্ত্রের দর্শনে মানবতাবাদ --- মৃণালকান্তি ভদ্র।। প্রবন্ধপত্রিকা, ৩য়বর্ষ, নববর্ষ সংখ্যা, মে, ১৯৬২।।

অস্তিবাদ (দ্রষ্টব্য জাঁ পল সার্ত্রের দর্শন আলোচনা) --- মৃণালকান্তি ভদ্র।। প্রবন্ধপত্রিকা, ৩য় বর্ষ জুলাই, ১৯৬২।।

সার্ত্র সমাজতন্ত্র ও স্বাধীনতা --- মৃণালকান্তি ভদ্র।। পরিচয় , শারদীয়া সংখ্যা, অক্টোবর, ১৯৬৪।।

সাত্রের সাহিত্যতত্ত্ব --- মৃণালকান্তি ভদ্র।। নন্দন, শারদীয়া সংখ্যা, অক্টোবর, ১৯৬৭।।

অস্তিবাদ ও নারী স্বাধীনতা --- মৃণালকান্তি ভদ্র। প্রবন্ধপত্রিকা, ৩য় বর্ষ, শারদীয়া, ১৯৬২।।

ক্যামু অচেনা (দ্রষ্টব্য সার্ত্র জীবন ও সাহিত্য প্রসঙ্গ) --- মৃণালকান্তি ভদ্র। প্রবন্ধ পত্রিকা বর্ষ ৪ সংখ্যা ৩, জুলাই, ১৯৬৩।।

সার্তরের উপন্যাস প্রসঙ্গে --- অলোক রায়।। সংবিত্তি, শারদীয়া সংখা, ১৯৬৪।। পুনর্মূদ্রণ -- কবিতীর্থ, শারদীয়া, ১৯৮৪।।

সার্ত্রের মানবতাবাদ ঃ কথা সাহিত্য -- মৃণালকান্তি ভদ্র।। প্রবন্ধপত্রিকা, ৩য় বর্ষষ সংখ্যা ৭, নভেম্বর ১৯৬২।।

সাত্রের মানবতাবাদ নাটক - মৃণালকান্তি ভদ্র।। প্রবন্ধপত্রিকা, ৩য় বর্ষ, শারদীয়া, অক্টোবর, ১৯৬২।।

সার্ত্রের ছোট গল্প-- মৃণালকান্তি ভদ্র, শুকসারী, শারদীয়া সংখ্যা, অক্টোবর, ১৯৭১।।

অস্তিবাদীর দৃষ্টিতে নারী --- মৃণালকান্তি ভদ্র।। প্রবন্ধপত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা নববর্ষ সংখ্যা, মে ১৯৬৫।।

সার্ত্রের দর্শন ঃ আমি ও সে -- মৃণালকান্তি ভদ্র। প্রবন্ধপত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ ৯ম সংখ্যা, ১৯৬৫।।

সাত্রের দর্শন ঃ আমি ও সে -- মৃণালকান্তি ভদ্র।। প্রবন্ধপত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, মার্চ, ১৯৬৫।।

সার্ত্রের সত্তাবাদ --- মৃণালকান্তি ভদ্র।। লা পোয়েজি, পুজো সংখ্যা, ১৯৮০।।

সাত্রের স্বাধীনতা তত্ত্ব -- মৃণালকান্তিভদ্র। লা পোয়েজি, ডিসেম্বর - ফেব্রুয়ারি, ১৯৮১।।

মানুষের স্বাধীনতা ও জাঁ পল সার্ত -- সমর সামন্ত।। তিতাস, ৭ম বর্ষ, মে - জুলাই, ১৯৮১।।

মানুষের স্বাধীনতা ও জাঁ পল সার্ত --- সমর সামন্ত।। তিতাস, ৭ম বর্ষ, আগষ্ট - অক্টোবর, ১৯৮১ (শেষাংশে)।।

উপন্যাসকার সার্ত্রে -- অর্ণব সেন।। অন্যস্বর, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৯৮২।।

সাত্র - এর দর্শন ঃ একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা --- কল্যাণ সেনগুপ্ত।। প্রমা, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জুলাই, ১৯৮০।।

বর্তমান ফরাসী উপন্যাস ঃ পটভূমি ও প্রবণতা (দ্রষ্টব্য সার্ত্রের উপন্যাস প্রসঙ্গ) -- অণ মিত্র।। প্রমা, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা জানুয়ারি - মার্চ, ১৯৭৯।।

সার্ত্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তা -- মৃণালকান্তি ভদ্র।। পরিচয়, অক্টোবর, ১৯৬৮।।

প্রসঙ্গ ঃ সার্ত্র্ ত্রোড়পত্র -- চিন্ময় গুহ।। প্রমা, ৩ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অক্টোবর - ডিসেম্বর, ১৯৮০।।

৪ বর্ষ, ১ ম সংখ্যা, অক্টোবর - ডিসেম্বর, ১৯৮১।। ৬ বর্ষ, ১ সংখ্যা, অক্টোবর - ডিসেম্বর , ১৯৮৩।।

সাত্র - এর সাহিত্য চিন্তা -- দেবব্রত মুখোপাধ্যায়।। প্রমা, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জুলাই, ১৯৮০।।

প্রসঙ্গ সার্ত্র্ --- ত্রোড়পত্র -- দেবব্রত মুখোপাধ্যায়।। প্রমা, ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি, ১৯৮১।।

প্রসঙ্গ সার্ত্র্ -- চিন্ময় গুহ।। প্রমা, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অক্টোবর - ডিসেম্বর, ১৯৮১।।

সার্ত্র্ রাজনীতি বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা -- শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রমা, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জুলাই, ১৯৮০।।

মার্ক্সীয় বনাম উদারনৈতিক প্রসঙ্গ ঃ সার্ত্রে্ ও কামুর দুটি সাক্ষাৎকার -- সালিল দাশগুপ্ত।। অনুবাদ পত্রিকা, ষষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৯৮০ ও সপ্তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মার্চ, ১৯৮১।।

সমকালীন সাহিত্য, সৌন্দর্যতাত্ত্বিক রূপান্তর ও তার পরিমাপ (দ্রষ্টব্য সার্ত্র সাহিত্য আলোচনা) --- আলাউদ্দিন আল আজাদ।। সাহিত্য - পত্র, প্রথম সংকলন, বৈশাখ - আষাঢ়, ১৩৮৯।।

জাঁ পল সার্ত্রের সমাজ ও রাজনীতি দর্শন - মৃণালকান্তি ভদ্র।। মাবন মন, শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৮২।।

জাঁ পল সার্ত্র্ বনাম আলবেয়ার কামু ঃ মার্ক্সীয় মতাদর্শের সংঘাত -- সুদেষ্ণা চত্রবর্তী।। মধ্যাহ্ন, ১২ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা, জুলাই - অক্টোবর, ১৯৮৩।।

জাঁ পাল সার্ৎর (প্রথম পর্ব সমগ্র দার্শনিক তত্ত্বসহ জীবনকথা) --- মহা দিগন্ত, বইমেলা সংখ্যা, সমাজতান্ত্রিক সমাজের চোখে জা পল সার্ৎর (দ্বিতীয় পর্ব) --- জানুয়ারি - মার্চ ১৯৮৪।।

জাঁ পল সার্ত্রের নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান বক্তৃতা -- অনুবাদ অপূর্ব নারায়ণ রায়। বিজ্ঞাপন পর্ব, নবম সংকলন, অক্টোবর, ১৯৮১।।

সার্তরের ''উইক্লো'' এবং মানব মুক্তির সমস্যা -- প্রদীপ দে।। প্রমা, ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অক্টোবর - ডিসেম্বর, ১৯৮৬।।

ফরাসী সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চা এবং অণ মিত্র (দ্রষ্টব্য সার্ত্র সাহিত্য প্রসঙ্গ) -- রবীন পাল।।

জাঁ পল সার্ত্রের নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান বক্তৃতা -- অনুবাদ অপূর্ব নারায়ণ রায়।। বিজ্ঞাপন পর্ব, নবম সংকলন, অক্টোবর, ১৯৮১।।

জাঁ পল সার্ৎর ও মার্কসবাদ -- যঞ্জের রায়।। মহাদিগন্ত, ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, অক্টোবর -- ডিসেম্বর, ১৯৮৫।।

জাঁ পল সার্ত -- কমলকুমার মজুমদার।। বিজ্ঞাপন পর্ব, ৪র্থ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা, অক্টোবর, ১৯৮৭।।

জাঁ পল সার্ত্র শেষ সংলাপ -- অনুবাদ অণ মিত্র ।। প্রমা -- ২০, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৮১।।

বিযুক্তিতত্ত্ব ও আদর্শ সমাজ মার্কস, সাত্র ও রবীন্দ্রনাথ --- মৃণালকান্তি ভদ্র।। জিজ্ঞাসা, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা এপ্রিল - জুন, ১৯৮৫/ বৈশাখ - আষাঢ় ১৩৯২।।

জরা ও সার্ত্র্ বোভ্যয়ার উপাখ্যান --- শিবনারায়ণ রায়।। জিজ্ঞাসা, ৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, কার্তিক - পৌষ, ১৩৯৩, অক্টোবর - ডিসেম্বর, ১৯৮৬।।

সার্ত্র্ সমাজতন্ত্র ও স্বাধীনতা --- মৃণালকান্তি ভদ্র।। বিজ্ঞাপন পর্ব, ১৪ বর্ষ, ১ণ শঁকওঅ, ১৯৮৬।।

আলবেয়ার ক্যামু -- জাঁ পাল সার্ত্র্ / অনুবাদ দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।। বিজ্ঞাপন পর্ব, ৮ ম বর্ষ, ১-২ সংখ্যা, অক্টোবর, ১৯৯০ - জানুয়ারি, ১৯৯১।

জাঁ পল সার্ত্রের তিনটি গল্প ঃ 'এরোস্ত্রার', 'ঘর', 'অন্তরঙ্গতা' -- অনুবাদ মৃণালকান্তি ভদ্র।। বিজ্ঞাপন পর্ব - ২৩।। ১৮ বর্ষ, সংখ্যা ৩, ১৯৯০।।

জাঁ পল সার্ত্রের গল্প -- হাসান আজিজুল হক।। বিজ্ঞাপন পর্ব, ২৩।। ১৮ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ১৯৯০।।

জীবন ঘষে আগুন (জাঁ পল - সার্ত্রের গল্পঃ --- অনুবাদ রবিন ঘোষ। বিজ্ঞাপন পর্ব, ২৩।। ১৮ বর্ষ, সংখ্যা ৩, ১৯৯০।

সম্পাদকীয় প্রবন্ধ কেন সার্ত্র্? --- (রবিন ঘোষ)।। বিজ্ঞাপন পর্ব, ২৩।। ১৮ বর্ষ, সংখ্যা ৩, ১৯৯০।।

জাঁ পল সার্ত্রের সম্পূর্ণ উপন্যাস 'লা নোজে' 'বিবমিষা' ভূমিকাসহ -- অনুবাদ মৃণালকান্তি ভদ্র ।। বিজ্ঞাপন পর্ব ২১, ১৯৯০।।

জাঁপল সাত্রের প্রবন্ধ 'এ' শুধু মনের সাধ বাতাসেতে বিসর্জন' - অনুবাদ অশোক মিত্র।। বিজ্ঞাপন পর্ব - ২১, ১৯৯০।।

সার্ত্রের সমাজ ও রাজনীতি দর্শন - মৃণালকান্তি ভদ্র।। বিজ্ঞাপন পর্ব - ২১, ১৯৯০।।

প্রাসঙ্গিতা সার্ত্র -- সুমন্ত্র চট্টোপাধ্যায়।। বিজ্ঞাপন পর্ব - ২১, ১৯৯০।।

আবহপটে সার্ত্রের শেয় সংলাপ (বিশেষ সংযোজনসহ) -- অণ মিত্র।। বিজ্ঞাপন পর্স - ২১।। ১৯৯০।।

জাঁ পল সার্ত্রের রচনাবলী (সংকলন) -- মৃণালকান্তি ভদ্র।। বিজ্ঞাপন পর্ব ২১।। ১৯৯০।।

জাঁ পল সার্ত্র কামুর আগন্তুক -- অনুবাদ মৃণালকান্তি ভদ্র। বিজ্ঞাপন পর্ব ১৯।। সংখ্যা ২, ১৯৮৯।।

জাঁ পল সার্ত্র - এর নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখান বক্তৃতা --- অনুবাদ নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।। বিজ্ঞাপন পর্ব, ৯ম বর্ষ, ১-২ সংখ্যা, অক্টোবর, ১৯৯১ --- জানুয়ারি, ১৯৯২।।

জাঁ পল সার্ত্রের গল্প দেয়াল এক নেতার শৈশব - অনুবাদ মৃণালকান্তি ভদ্র।। বিজ্ঞাপন পর্ব। ২১।। ১৯৯০।।

সার্ত্রের আলবেয়ার ক্যামু -- অনুবাদ বীরেন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতা।। বিজ্ঞাপন পর্ব - ২১।। ১৯৯০।।
অন্তিম সাক্ষাৎকারে সার্ত্রে (“আমি মনে করি আমার কিছু সিদ্ধান্ত কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে”) -- অনুবাদ ইন্দু অধিকারী ।। কবিতীর্থ, ১০ম বর্ষ, মাঘ, ১৩৯৭/ জানুয়ারি, ১৯৯১।। জাঁ পল সার্ত্রের অস্তিত্ববাদ --- মোঃ সোলায়মান আলী সরকার।। চলাচল, ঢাকা, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৮১।।
সার্ত্রের ত্রয়ী -- শান্তনু কায়সার।। অঙ্গীকার , ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৯৮০।। ঢাকা, বাংলাদেশ।।
জাঁ পল সার্তের দর্শন -- দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ। রূপান্বয়, রাজশাহী, বাংলাদেশ।। মে, ১৯৮১।।
সার্ত্রের দর্শনের বিষয়ীত্ব --- রমেন্দ্রনাথ ঘোষ।। সমাজ নিরীক্ষণ, চট্টগ্রাম, বার্ষিক সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৯৮১।
সাত্রের্র রাজনৈতিক দলিল। (আলজিরিয়ার মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে জাঁ পল সার্ত্র) মূল ফরাসী থেকে অনুবাদ -- অণ মিত্র।। বিজ্ঞাপন পর্ব, ১০ম বর্ষ, সংখ্যা ১-২, অক্টোবর, ১৯৮২ - জানুয়ারি, ১৯৮৩।।
সার্ত্রের জীবনে রমণী -- সুস্নাত গঙ্গোপাধ্যায়।। প্রমা , ১৭ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, জুন , ১৯৯৬।।
অস্তিত্ব (জাঁ পল সার্ত্রের উপন্যাস অবলম্বনে) (নাটক) -- অনুবাদ নির্মলকান্তি দাস,। তাপ ও তরঙ্গ, ৫ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৯২।।
খুঁজতে খুঁজতে ঝিসাহিত্য (দ্রষ্টব্য ফরাসী সাহিত্য ও জাঁ পল সার্ত্র) -- দিলীপ মালাকার।। প্রবাহ, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, শারদীয়া, অক্টোবর, ১৯৯৩।।
সার্ত্রে ঃ এক অবিশ্লেষিত মিথ -- অজিত রায়।। কবিতীর্থ , গ্রীষ্ম - বর্ষা সংখ্যা, ২৩ বর্ষ, ২০০৪।।
কিয়েকেগার্দ ও সার্ত অস্তিত্বের স্বরূপ --- নীকুমার চাকমা।। এবং মুশায়েরা, ১০ ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জানুয়ারি - মার্চ। ২০০৪।।
অস্তিত্ববাদীর ঈশ্বরচিন্তা (দ্রষ্টব্য সার্ত্রের দর্শন প্রসঙ্গ) -- রাজলক্ষী দেবী।। এবং মুশায়েৰা, ১০ম বর্ষ, জানুয়ারি - মার্চ, ২০০৪।।
কিরকগার্ড অ্যাঙষ্ট ও পরবর্তীকালে প্রতিত্রিয়া (দ্রষ্টব্য সার্ত্রের দর্শন প্রসঙ্গ) -- বার্ণিক রায়, এবং মুশায়েরা ১০ম বর্ষ, জানুয়ারি - মার্চ, ২০০৪।।